সেরা কয়েকটি অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ

নাফিস রহমান

পকেট

দুইদিন ধরে আপনার অ্যান্ড্রয়িড ফোনে অথবা আপনার পিসি থেকে কোনো একটি বিষয়ে ইন্টারনেট ঘেঁটে পড়াশোনা করছেন, নানা জায়গায় অনেক পেজ থেকে কিছু কিছু কনটেন্ট সিলেক্ট করেছেন, কিন্তু লেখা শুরু করতে দেখা গেল কোথায় কী রেখেছেন খুঁজে পাচ্ছেন না। অফিসে কোনো জরুরি কাজ করছেন, হাতের কাছে ভালো কাজের কোনো লিঙ্ক পেলেন যেটা এখন না দেখে পরে পড়তে চাইলেন, চাচ্ছেন বাসায় যেতে যেতে আপনার অ্যান্ড্রয়িড ট্যাবে নিয়ে পড়বেন। এমন অবস্থায় অনেকে হয়তো সমাধান দেবেন বুকমার্ক করে রাখলেই ল্যাটা চুকে যায়, কিন্তু যদি এমন হয়, যখন পড়তে চাচ্ছেন তখন ইন্টারনেট কানেকশন নেই বা কেটে গেল, তখন বুকমার্ক করা পেজগুলো লোড হবে না। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য অনন্য একটি অ্যাপস হলো পকেট (Pocket)।

নাম শুনেই হয়তো ধারণা করে ফেলেছেন এর ব্যবহার সম্পর্কে। আপনি পিসি, ট্যাবলেট, মোবাইল যেখান থেকেই যেই পেজ অথবা কনটেন্ট পরে ব্যবহারের জন্য টুকে রাখতে চান শুধু একটি বাটন ক্লিক করে সেটিকে পকেটে অ্যাড করে রাখুন। এরপর সুবিধামতো অফলাইন ভার্সনে (ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়া) সেটিকে কাজে ব্যবহার করুন।

পকেট অ্যাক্সেস করার জন্য আপনাকে অ্যান্ড্রয়িড প্লে স্টোর থেকে (৬ এমবি) এর অ্যাপসটি ফ্রি ডাউনলোড করে নিতে হবে। সেটআপের পর ই-মেইল দিয়ে সেটিকে ভেরিফাই করে নিতে হবে। এরপর সেই ই-মেইল ব্যবহার করে যেকোনো জায়গা থেকে পকেটে লগইন করে যত খুশি পেজ, কনটেন্ট, আর্টিকেল পকেটে অ্যাড করে নিন এবং পরে সুবিধামতো অ্যান্ড্রয়িড ডিভাইসটিকে ইন্টারনেটে যুক্ত করে একবার সিঙ্ক করে নিলে অফলাইনে যেকোনো কনটেন্ট পড়তে পারবেন। অ্যাড করা কনটেন্টগুলোকে গ্রুপিং, ট্যাগ, আর্কাইভ প্রভৃতি অনেক সহজে করা যায় এই অ্যাপসটি দিয়ে।

অ্যাপসটি বর্তমানে অ্যান্ড্রয়িড ছাড়াও অ্যাপলের আইফোন ও আইপ্যাডের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ এবং পকেটে অ্যাড করা কনটেন্ট প্রায় ৮৫ কোটি। এটি ২০১৩ সালে টাইমস ম্যাগাজিনের সেরা ৫০টি অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

ডাউনলোড লিঙ্ক

অ্যান্ড্রয়িড প্লে স্টোর : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideashower. readitlater.pro

আইটিউনস স্টোর : https://itunes.apple.com/app/read-it-later-pro/id309601447?mt=8

সুপার বিম

মোবাইল থেকে মোবাইলে ফাইল ট্রান্সফারের জন্য সাধারণত ব্লুটুথ ব্যবহার হয়, তারও আগে ইনফ্রারেড ব্যবহার হতো। সাধারণ ব্লুটুথ দিয়ে মোটামুটি ৭২১ কেবিপিএস স্পিডে ফাইল ট্রান্সফার করা যায়। সাধারণ এমপিথ্রি ফাইল অথবা ডকুমেন্ট ফাইলের জন্য ব্লুটুথে কাজ চলে যায়, তবে বড় আকারের ফাইল যেমন : ভিডিও ফাইল, জিপ ফাইল, বড় অফিস ডকুমেন্ট এসব ডাটা অতিদ্রুত দেয়া-নেয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন 'সুপার বিম' নামের এই অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপসটি। ফোনের ওয়াইফাই ডিরেক্ট (Wifi Direct) প্রযুক্তির এই অ্যাপসটি দিয়ে মোটামুটি ২০-৩০ এমবিপিএস স্পিডে ফাইল ট্রান্সফার করা যায়।

এই ফ্রি অ্যাপসটি আপনার ফোনে গুগল প্লেস্টোর থেকে নামিয়ে ওয়াইফাই ডিরেক্ট (Wifi Direct) এনাবলড ফোনে সেটআপ করে নিতে হবে। এরপর যে ফাইলটি সেন্ড করতে হবে সেটিকে নরমাল শেয়ার করার নিয়মে সিলেক্ট করে সেন্ড উইথ সুপার বিম সিলেক্ট করতে হবে। এরপর সুপার বিমের স্ক্রিনে একটি কিউআর কোড (QR Code) দেখাবে, ফাইল গ্রহণকারী ফোনটিতে থাকা সুপার বিম চালু করে রিসিভ বারে স্ক্যান কিউআর কোডে ক্লিক করলে ক্যামেরা কিউআর কোড স্ক্যান করার জন্য চালু হবে ও কোডটি স্ক্যান করলেই ফাইল ট্রান্সফারিং প্রসেস চালু হয়ে যাবে এবং নিমিষেই ফাইলটি গ্রহণকারী ফোনটিতে পৌঁছে যাবে।

শুধু মোবাইল থেকে মোবাইলেই নয়, একই নেটওয়ার্কে যেকোনো পিসির ব্রাউজার থেকেও ফাইল রিসিভ করা যাবে। সিলেক্ট উইথ সুপার বিম দেয়ার পর এ ক্ষেত্রে পিসি থেকে ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য একটি নির্দিষ্ট আইপি অ্যাড্রেস দেখাবে, যেটি ব্রাউজারে পেস্ট করলেই ফাইল রিসিভের অপশন পাবেন, যা দিয়ে একই স্পিডে ফাইল রিসিভ করতে পারবেন।

ডাউনলোড লিঙ্ক

play.google.com/store/apps/details?id=com.majedev.superbeam

মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের জন্য টিপস

নিচে উল্লিখিত নম্বর ডায়াল করে সহজেই জেনে নিতে পারেন আপনার সিম কার্ডের নম্বর।

০১. গ্রামীণফোন : *২# অথবা *১১১*৮*২#
০২. রবি : *১৪০*২*৪# এবং ৪ চাপুন *(কোনো চার্জ প্রযোজ্য নয়)*
০৩. বাংলালিংক : *৬৬৬# অথবা *৫১১#
০৪. এয়ারটেল : *১২১*৬*৩#
০৫. টেলিটক : Teletalk *৫৫১#

ডিভাইস ম্যানেজার

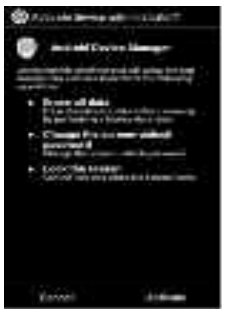

অ্যান্ড্রয়িড ব্যবহারকারীরা তাদের ফোনের নিরাপত্তার জন্য অনেক থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করেন যেগুলোর বেশিরভাগই ঠিকমতো কাজ করে না। তাই গুগল এবার ডিভাইসের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই নিয়ে এসেছে একটি নতুন অ্যাপস ডিভাইস ম্যানেজার।

ফোনে এই অ্যাপসটি সেটআপ করার পর অ্যাডমিন থেকে পারমিশন দেয়া থাকলে গুগলের নতুন অ্যান্ড্রয়িড ডিভাইস ম্যানেজার ওয়েবসাইটের সাহায্যে অতি সহজে ডিভাইসের বর্তমান অবস্থান ম্যাপের সাহায্যে শনাক্ত করতে পারবেন। ফোনের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে সেটিও গুগলের এই নতুন টুল জানিয়ে দেবে। হাই ভলিউমে রিংগারের সাহায্যে ফোনটিকে খুঁজে পেতে এবং ফোন চুরি হয়ে গেলে ফোনের সব ডাটাও ওয়াইপ করে ফেলতে পারবেন। ফলে ফোন চুরি হয়ে গেলেও আপনার ডাটাগুলো ঠিকই নিরাপদ থাকবে।

গুগল প্লেস্টোরের এই ফ্রি অ্যাপসটি আপনি পাবেন ডাউনলোডের জন্য। শুধু লগইন করেই পারবেন এই অ্যাপসটি ব্যবহার করতে।

এই টুল অ্যান্ড্রয়িড ২.২ এবং এর পরের যেকোনো অ্যান্ড্রয়িড ভার্সনেই কাজ করবে। অর্থাৎ প্রায় ৯৮.৭ শতাংশ অ্যান্ড্রয়িড ব্যবহারকারীই এই সুবিধাটি ভোগ করতে পারবেন।

ডাউনলোড লিঙ্ক

play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm

ফিডব্যাক : nafisrahman2012@gmail.com